সমাজ, সংস্কৃতি এবং খেলাধুলা

২০১৯ সালে বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে অনেক ঘটনা বিভিন্ন স্তরের মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। বছরটিতে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

বছরটিতে সামাজিক জীবনে সর্বাধিক আলোচিত ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিলো রাজনীতিবিদ, ক্রিড়া সংগঠক ও বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধি পর্যায়ের কিছু ব্যক্তির অবৈধ 'ক্যাসিনো' ব্যবসায় জড়িয়ে পড়া এবং তার বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ধারাবাহিক অভিযান। যুব সমাজের এই ধরনের অবৈধ খেলায় জড়িয়ে পড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে একইসাথে চাঞ্চল্য, ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি করে। এছাড়া নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সরকারের "শুদ্ধি অভিযান" ও সাধারণ মানুষের মনোযোগের অন্যতম বিষয় ছিল। কিছু সরকারী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত ঘটনাও গতবছর ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশ বেশকিছু পুরষ্কার জিতে আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসা পেয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ এ খাতে বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি অ্যাওয়ার্ড-২০১৯' অর্জন করে বাংলাদেশের ৮টি প্রকল্প; এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আইসিটি অস্কারখ্যাত 'এপিক্টা অ্যাওয়ার্ডস ২০১৯' আসরে তিন ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ; প্রথমবারের মতো মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসার স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতায় ১৩৯৫টি দলকে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করে বাংলাদেশ; এবং আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে ১টি স্বর্ণসহ মোট ১০টি পদক পায় বাংলাদেশ।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে বরাদ্দের সাথে সাথে বেড়েছে উপকারভোগীর সংখ্যাও। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৬৪ হাজার ৪০৪ কোটি টাকা যা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেটে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭৪ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা বা মোট বাজেটের ১৪.২১ শতাংশ। মানব উন্নয়ন সূচকে ১ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। এই সূচকে ১৮৯ টি দেশের মধ্যে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৬ তম যা ১ ধাপ এগিয়ে ২০১৯ সালে ১৩৫-এ উন্নীত হয়েছে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়টি গত বছরও বেশ আলোচিত ছিল। গত ২২ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। এছাড়া রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ ও গণহত্যা চালানোর মত অপরাধে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে নভেম্বরে আন্তর্জাতিক আদালতে গাম্বিয়ার মামলা এবং ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নিন্দা প্রস্তাব পাশের ঘটনাও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের নিকট গুরুত্বপূর্ণ খবর ছিল।

> *সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে বরাদ্দের সাথে সাথে বেড়েছে উপকারভোগীর সংখ্যাও। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৬৪ হাজার ৪০৪ কোটি টাকা তবে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেটে তা বাড়িয়ে রাখা হয়েছে ৭৪ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ১৪.২১ শতাংশ। মানব উন্নয়ন সূচকে ১ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। এই সূচকে ১৮৯ টি দেশের মধ্যে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৬ তম যা ১ ধাপ এগিয়ে ২০১৯ সালে ১৩৫-এ উন্নীত হয়েছে।*

বিগত বছরে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুও বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-র তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২ বছর ৩ মাস হয়েছে। পাশাপাশি মানুষের জীবনমানেও পরিবর্তন এসেছে। দেশের ৯৮ শতাংশ মানুষ এখন খাবার পানি পাচ্ছে ও ৯০.১ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। তবে ২০১৯ সালে সারা দেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বিগত ১৯ বছরের রেকর্ডকে ছাপিয়ে যায়। ২০০০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার ১৪৮ জন যেটি শুধু ২০১৯ সালেই ৫৬ হাজার ছাড়িয়েছে।

সারা বিশ্বে বাল্যবিবাহের হার কমলেও গত বছরও বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার ছিল ৫৯ শতাংশ। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রস্তাবিত নতুন আইনে সাজার মেয়াদ ও পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে তবে একইসাথে কমানো হয়েছে বিশেষক্ষেত্রে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স সীমা, নারীর জন্য ১৬ বছর ও পুরুষের জন্য ১৮ বছর। বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। ২০১৮ সালে প্রথম ছয় মাসে ঢাকায় বিবাহ বিচ্ছেদের পরিমাণ ছিল ৪৫৭৪টি যেটি ২০১৯ সালের প্রথম ছয় মাসে বেড়ে গিয়ে ৬২৩২ বা ৩৬.২৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত বছর দেশের শিক্ষাঙ্গণও ছিল ঘটনাবহুল। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনাটি সারাদেশের মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিষয়টি সামনে আসে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ গ্রেড উন্নীতকরণের দাবি নিয়ে আন্দোলন করেন। প্রায় ২৮ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপর ডাকসুর নির্বাচিত সদস্যদের কেন্দ্র করে সারা বছর বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে থাকে।

এমপিওভুক্তি এবং পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাসঁ কমেছে এবং এ ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ সাধারণ মানুষের প্রশংসা পেয়েছে। দেশে স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩.৯ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৭২.৯ শতাংশ; তবে মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার মান নিয়ে যথারীতি প্রশ্ন রয়ে গেছে। দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ১ হাজার-এর মধ্যে স্থান পায়নি।

বিগত বছরটিতেও বাংলা একাডেমি যথারীতি অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন করে যেখানে মোট ৪ হাজার ৮৩৪ টি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে যার পরিমাণ তার আগের বইমেলায় ছিলো মোট ৪৫৯১টি। বিগত ২০১৮ সালের মেলাতে মোট ৭০.৫ কোটি টাকার বই বিক্রি হলেও ২০১৯-এ মোট বই বিক্রি ৮০ কোটি টাকার মাইলফলক ছুঁয়েছে। তবে পাঠকদের সব থেকে বেশি আগ্রহ ছিলো প্রয়াত কথা সহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের বই-এর প্রতি।

গত বইমেলায় ১১৫১ টি বইকে মান সম্পন্ন বই বলে মনে করেছে বাংলা একাডেমি যার পরিমাণ ২০১৮-তে ছিলো ৪৮৮ টি মাত্র। মানসম্মত বই প্রকাশিত হওয়া এবং মেলার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকার কারণে এই রেকর্ড পরিমাণ বই বিক্রি হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বইমেলার নিরাপত্তা রক্ষার কাজে বিভিন্ন বাহিনীর মোট ১২ শত সদস্য নিয়োজিত ছিলো বলে জানা যায়। বই মেলা ছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়েও নানারকম সৃজনশীল বই প্রকাশ অব্যাহত থাকে।

বছরটিতে ৯ম বারের মত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল লিট ফেস্ট অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বিভিন্ন দেশের লেখক-পাঠকগণ অংশগ্রহণ করেন। এবারের আয়োজনেও পুলিৎজারজয়ী লেখক, ইতিহাসবিদ ও কবিগণ অংশগ্রহণ করেন। এই আয়োজনকে ঘিরে তরুণদের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

ফ্যাশন এবং সৌন্দর্য চর্চায় গত বছরের তুলনায় খুব বেশী পরিবর্তন না ঘটলেও এ বিষয়ে মানুষের আগ্রহ অব্যাহত ছিলো। শহর অঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামের মানুষের মধ্যেও বিউটি পার্লারে গিয়ে সৌন্দর্য চর্চার প্রবণতা এবং শহর অঞ্চলের পুরুষদের মধ্যে বিউটি সেলুন এবং জেন্টস পার্লারে গিয়ে সৌন্দর্য চর্চার আগ্রহ অব্যাহত ছিলো। এছাড়া তরুণ-তরুণীদের মধ্যে নিজেকে উপস্থাপন, সুন্দরভাবে কথা বলা এবং শহরের তরুণদের মধ্যে ইংরেজি বলতে পারার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। তরুণ-তরুণীদের কারো কারোর মধ্যে পড়াশুনারত অবস্থায় বিয়ের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

গত বছরও পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান বেশ জাঁকজকমভাবে নিরাপত্তার কোনো হুমকি ছাড়াই উদযাপিত হয়েছে। পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানসমূহকে ঘিরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তরফ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিলো। পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের বর্ষবরণ উৎসব বৈসাবিও গত বছর সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়েছে। কোন উৎসবে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক সংঘাত বা সন্ত্রাসী হামলার তেমন কোন ঘটনা শোনা যায়নি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিভিন্ন উৎসব এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য মধ্যবিত্তের মধ্যে কেনাকাটা (শপিং) করার প্রবণতা অব্যাহত ছিলো। এসব উৎসবে এবং বড় ছুটির দিনগুলিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবার পরিজন, বন্ধু-বান্ধবসহ অবকাশ যাপনের প্রবণতা অক্ষুন্ন ছিলো যা দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যটনকে সমৃদ্ধ করছে। সামর্থবান মানুষদের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে প্রয়োজনের সময় আকাশ পথে ভ্রমণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক পরিবারকে তাদের গৃহকর্মিদের সাথে নিয়েও ভ্রমণ করতে দেখা যায়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের পর্যটন ২০১৯ সালেও খুব বেশি আকর্ষণ তৈরী করতে পারেনি যদিও বৈশ্বিক সক্ষমতা পাঁচ ধাপ বেড়ে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১২০তম।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষের উপস্থিতি ক্রমবর্ধমান ছিলো। আধুনিক এবং নতুন প্রযুক্তিতে তরুণদের আগ্রহ বছরটিতে ক্রমবর্ধমান ছিলো। এক্ষেত্রে তরুণদের অগ্রহের অন্যতম বিষয় ছিলো নতুন নতুন সুবিধা সংবলিত স্মার্টফোন-এর প্রতি। দ্রুতগতির ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ার ফলে গ্রামেও ইন্টারনেট ব্যবহারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালে দেশে সর্বমোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৯০.৫ মিলিয়ন যেটি ২০১৯ সালে ৮.২৪ শতাংশ বেড়ে গিয়ে হয় ৯৮.১৪ মিলিয়ন। শহরাঞ্চলের তরুণদের মধ্যে বড় বড় প্রযুক্তিক প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ পণ্য কেনার প্রতিযোগীতা গত বছরও লক্ষ্য করা গেছে। নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার বেড়েছে বিশেষ করে পর্ণো ছবির লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা অব্যাহত ছিল।

গত বছর বাংলাদেশের সিনেমা অঙ্গণে ছিলো হতাশার ছায়া। মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমার সংখ্যাও কমেছে বলে জানা যায়। ২০১৮ সালে দেশীয়, আমদানিকৃত ও যৌথ প্রযোজনায় মুক্তিপ্রাপ্ত মোট সিনেমার সংখ্যা ছিল ৫৬ টি যেটি গত বছর ১৭.৯ শতাংশ কমে হয় ৪৬টি। এর মধ্যে মাত্র একটি ছবি ('পাসওয়ার্ড') দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া কয়েকটি সিনেমা মানুষের আলোচনায় থাকলেও সেগুলি ব্যবসাসফল হয়ে ওঠতে পারেনি।

গত বছরও ঢাকা আন্তর্জাতিক ফোক ফেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের ফোক ফেস্ট সদ্য প্রয়াত সুবীর নন্দী, বারী সিদ্দিকী, শাহনাজ রহমতউল্লাহ, আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, ফকির আব্দুর রব শাহ ও আইয়ুব বাচ্চু-এ ছয় কিংবদন্তিকে উৎসর্গ করা হয়।

গত বছরও পল্লী অঞ্চলে কিছু কিছু জায়গা ছাড়া যাত্রাগান, পালা গান বা কাওয়ালী গানের তেমন বড় কোন আয়োজন দেখা যায়নি। তবে বিভিন্ন পীরের আসরে বা দরগাহে যথারীতি ওরস-এর আয়োজন ছিলো। তরুণ প্রজন্মের মাঝে আধুনিক মিউজিকের সাথে পুরনো জনপ্রিয় বাউল গানের মিশ্রণ বা ফিউশন গতবছরও বেশ জনপ্রিয় ছিল। তবে বাউলের মুখে বাউল গানের জনপ্রিয়তা বেশি পেয়েছে।

ইউটিউব এবং অনলাইনভিত্তিক মিউজিক ভিডিও, নাটক এবং স্বল্প-দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রবণতা অতীতের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের মাঝে টেলিভিশনের তুলনায় ইন্টারনেটেই টিভি অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান উপভোগ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করা যায় এমন টিভি সেট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ইন্টারনেটে মুলধারার সঙ্গীতের পাশাপাশি ইসলামিক ওয়াজ-মাহফিলের অনুষ্ঠান এবং সঙ্গীতের চর্চাও লক্ষ করা গেছে।

বছরটিতে বিনোদন অঙ্গনের কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষ চিরতরে চলে গেছেন তাদের মধ্যে গীতিকার, সুরকার এবং সঙ্গীত পরিচালক আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, সুবীর নন্দী, শাহনাজ রমাতুল্লাহ, টেলি সামাদ প্রমূখ বিশেষভাবে স্মরনীয়। দেশের সাহিত্য অঙ্গণেও শোকের ছায়া নেমে আসে কবি আল মাহমুদের মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে।

বছরটিতে বাংলাদেশের ক্রিড়াঙ্গণ নানা ঘটনার কারণে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলা যায় যে, ক্রিড়াঙ্গণে ২০১৯ সাল ধাক্কা খাওয়ার বছর। মার্চে বাংলাদেশ পুরুষ ক্রিকেট দল যখন নিউজিল্যান্ড সফর করছিলো ঐ সময়ই ক্রাইস্টচার্চের এক মসজিদে জুমার নামাজের খানিক্ষণ আগে ঘটে যায় ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা। অল্পের জন্য রক্ষা পায় বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটারগণ। ঐ সময়টা বাংলাদেশের ক্রিড়ামোদীরা দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটায়। এছাড়া, আন্তর্জাতিক ক্রিড়াঙ্গণেও নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিলো ভারত সফরের আগে হঠাৎ করে ক্রিকেটারদের আন্দোলন। প্রথমে ১১ দফা দাবিকে সামনে রেখে এই আন্দোলনের শুরু হলেও পরবর্তীতে তা ১৩ দফায় রূপ নেয়। ক্রিকেটারদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, নারী ক্রিকেটারদের বেতন বৃদ্ধি এবং *ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন*-এর সাধারণ সম্পাদকের পদত্যাগের মত বিষয়গুলি এ আন্দোলনে গুরুত্ব পায়। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের পর এটিই ছিলো ক্রিকেটারদের প্রথম আন্দোলন।

ক্রিকেটারদের আন্দোলনের উত্তাপ শেষ হতে না হতেই বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের বিরুদ্ধে সবধরনের ক্রিকেটের নিষেধাজ্ঞা জারি করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। জুয়াড়িদের নিকট থেকে প্রস্তাব পাওয়ার পর তা আইসিসিকে অবহিত না করার অপরাধে ২ বছরের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় যার মধ্যে ১ বছরের নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করা হয়। সাকিবের দুই বছরের নিষেধাজ্ঞা সকল ক্রিকেটপ্রেমীকে কিছুটা হলেও বিব্রত করে। তবে বিশ্বকাপ ২০১৯-এ সাকিব আল হাসানের ব্যক্তিগত সফলতা ছিলো চোখে পড়ার মত।

বাংলাদেশের ক্রিড়াঙ্গণে ২০১৯ সালের শেষ হয় মূলত দক্ষিণ এশিয়ান গেমস দিয়ে যেখানে বাংলাদেশ মোট ১৯ স্বর্ণপদক জিতে। আর্চারী, ভারোত্তোলন এবং কারাতের মত খেলাগুলোতে সফলতা পেলেও বাংলাদেশের গেমস শেষ হয় ৭ দেশের মধ্যে ৫ম স্থান অধিকারের মধ্য দিয়ে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের সেরা ক্রিড়াবিদ ছিলেন রোমান সানা যিনি প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে সরাসরি অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আর্চারীতে দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কিম উ-জিনকে পরাজিত করেন তিনি।

অন্যদিকে ফুটবলে বিশ্বকাপের মূল বাছাইপর্বে জায়গা করে নিয়ে আশার সঞ্চার করলেও ডিসেম্বরে এসএ গেমসে ভুটান আর নেপালের কাছে হেরে দারুণ হোঁচট খায় বাংলাদেশ। তবে ক্রিড়ামোদীদের জন্য একটি সুখবর এনে দেন জয়া চাকমা। তিনি প্রথম বাংলাদেশি নারী ফিফা রেফারি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

নারী ও শিশু

২০১৯ সালে বাংলাদেশে নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। বরাবরের মতই বিগত বছরেও প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ছিল ছেলে শিক্ষার্থীর তুলনায় বেশি। ব্যানবেইস এর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের হার ৯৭.৮৫ শতাংশ যার মধ্যে ছেলেদের হার ৯৭.৫৫ ও মেয়েদের হার ৯৮.১৬। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের হারে তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। তবে শহরের তুলনায় গ্রামঞ্চলের নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার ছিল তুলনামূলক বেশি, যথাক্রমে ৩০.৮ ও ৩৭.৬ শতাংশ। শহরাঞ্চলে বিদ্যমান এই বেকারত্ব নারীদের জন্য উদ্বেগের কারণ ছিল।

> *উচ্চ পদে নারীর উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রশাসনের উচ্চপদে কর্মরত আছেন ৫৩৫ জন নারী। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে প্রশাসনের শীর্ষপদে সচিব ও সমপর্যায়ের ৭৭ জনের মধ্যে নারী রয়েছেন ৮ (১০.৪%) জন। চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীর অংশগ্রহণেও পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে বিগত বছরে। পুলিশ সদর দফতরের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ পুলিশের উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত প্রথম শ্রেনির নারী কর্মকর্তা রয়েছেন ২৭৪ জন।*

গ্রামঞ্চলে কর্মজীবী নারীর ৬০ শতাংশই কাজ করছেন কৃষিক্ষেত্রে, অপরদিকে শহরের ৬০.৮ শতাংশই গার্মেন্টসে। বিগত কয়েক বছর ধরেই পোশাক শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ হ্রাস পেয়েছে যেটি গত বছরেও অব্যাহত ছিল। তবে উচ্চ পদে নারীর উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রশাসনের উচ্চপদে কর্মরত আছেন ৫৩৫ জন নারী। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে প্রশাসনের শীর্ষপদে সচিব ও সমপর্যায়ের

৭৭ জনের মধ্যে নারী রয়েছেন ৮ (১০.৪%) জন। চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীর অংশগ্রহণেও পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে বিগত বছরে। পুলিশ সদর দফতরের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ পুলিশের উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত প্রথম শ্রেণির নারী কর্মকর্তা রয়েছেন ২৭৪ জন।

গত বছরের প্রথমদিকে গঠিত ১১তম জাতীয় সংসদেও নারী সদস্যের উপস্থিতিও ছিল লক্ষণীয়। বর্তমান সংসদে ৩৫০ সদস্যের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীসহ নারী সদস্য আছেন ৭২ জন এবং ৪৮ জন মন্ত্রীর মধ্যে নারী মন্ত্রী আছেন ৪ জন। তবে গড় আয়ের ক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে ছিলেন নারীরা। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের এক প্রতিবেদন অনুসারে, গত বছর বাংলাদেশে পুরুষের গড় আয় ছিল ৩ লাখ ১৮ হাজার টাকা যেখানে নারীদের আয় ছিল ১ লাখ ৬৬ (৫২.২০%) হাজার টাকা।

গত বছরেও শ্রমিক হিসেবে বাংলাদেশ থেকে নারীদের বিদেশ যাওয়া পূর্বের মত অব্যাহত ছিল। যদিও বিদেশে নারী নির্যাতন সারা বছর ধরেই ব্যাপক আলোচিত ছিল। নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে ৯৫০ জনের মত নারী শ্রমিক দেশে ফিরে আসেন গত বছর। একইসাথে ১১৯ জন নারী শ্রমিকের লাশ ফিরে আসে যেটি বছরের শেষ দিকে নারীদের বিদেশ যাত্রাকে কিছুটা স্থিমিত করে। দেশের মধ্যেও নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা বছরজুড়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগের কারণ ছিল। বিশেষ করে নুসরাত হত্যার বিষয়টি সকল নারীকে ভাবিয়ে তোলে। এছাড়া মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের দ্বারা নারী ও শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটে যেটি আলেম সমাজকেও বিব্রত করে। স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসাসহ সকল জায়গায় নারীরা তাদের নিরাপত্তা নিয়ে সংকট বোধ করেন। গত বছর শিশু ধর্ষণের হার ছিল অন্যান্য বছরগুলোর তুলনায় অধিক। গত বছর প্রথম ৬ মাসেই ৪৯৬টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয় যেটি তার আগের বছরের চেয়ে ৪১ শতাংশ বেশি ছিল।

অন্যদিকে গত বছর প্রকাশিত বিবিএস-র প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে নারীদের গড় আয়ু পুরুষের তুলনায় ৩ বছর বেড়েছে। বর্তমানে নারীর গড় আয়ু ৭৩ বছর ৮ মাস ও পুরুষের ৭০ বছর ৮ মাস। গর্ভকালিন মাতৃমৃত্যুর হার ও শিশুমৃত্যুর হারও ছিল নিম্নগামী। একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বিগত বছর বাংলাদেশ শিশু মৃত্যুর হার কমিয়েছে ৬৩ শতাংশ। এবং মাতৃমৃত্যুর হার ছিল ১৭২ যা পূর্বে ছিল ১৭৬। শিশু মৃত্যু হার রোধে টিকাদান কর্মসূচি অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে সফলতার জন্য গত বছর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন এবং ইওমিউনাইজেশন (জিএভিআই) কর্তৃক 'ভ্যাকসিন হিরো' উপাধিতে ভূষিত হন।

নারী ও শিশুদের উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে ২০১৯-২০ অর্থবছরেও জেন্ডার বাজেট রাখা হয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ২৮৭ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৩০.৮২ শতাংশ। বিগত বছর এর পরিমাণ ছিল ২৯.৬৫ শতাংশ। শিশুদের জন্য বরাদ্দকৃত পৃথক বাজেটের পরিমাণও বিগত বাজেটে ১৪.১৩ শতাংশ (৬৫ হাজার ৬৫০ কোটি টাকা) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫.৩৩ শতাংশ (৮০ হাজার ১৯০ কোটি টাকা) হয়েছে।

এছাড়াও ব্যক্তি পর্যায়ে কিছু নারীর সাফল্যও সারা বছর ধরে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল। এর মধ্যে বছরের প্রথমেই বাংলাদেশের প্রথম নারী শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ডাঃ দীপু মনির দায়িত্ব গ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রথম বাংলাদেশী নারী হিসেবে গত বছর মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র নাসার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নিয়োগ পান মাহজাবিন হক। তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রফাতানিকারদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএয়ের প্রথম নারী সভাপতি হন রুবানা হক। দেশের প্রথম নারী রেফারী হিসেবে ফিফার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পান জয়া চাকমা। খেলাধুলায় অন্যান্য অর্জনের ক্ষেত্রেও এগিয়ে ছিলেন নারীরা। সাফ গেমসে ব্যক্তিগত ইভেন্ট থেকে নারী ক্রীড়াবিদরা অর্জন করেন ৬টি স্বর্ণপদক, সেখানে পুরুষরা জিতেন ৫টি স্বর্ণ।

ফোর্বস সাময়িকীর প্রকাশিত ২০১৯ সালে বিশ্বের প্রভাবশালী ১০০ নারীর তালিকায় ২৯তম অবস্থানে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়াও ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন কর্তৃক তাকে 'লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট এ্যাওয়ার্ডে'-এ ভূষিত করাটাও ছিল উল্লেখযোগ্য। বছরের শেষ দিকে এসে ৯ মাস বয়সী শিশু উমাইর বিন সাদীর রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্মস্থল, শপিংমল, বিমানবন্দর ও রেলস্টেশনে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার স্থাপনের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট যা পাবলিক প্লেসে নারীদের ব্রেস্ট ফিডিং-র সমস্যার নিরসন করবে।

অর্থনৈতিক পর্যালোচনা-২০১৯

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশ্বের তৃতীয় এবং দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় দ্রুততম ক্রমবর্ধমান প্রধান অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে যা গত এক দশক ধরে গড়ে জিডিপি-এর ৬.৫% প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে। মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বে ৩৯ তম (নমিনাল) এবং ২৯ তম (পিপিপি) স্থান অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০১৯) এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জিডিপির পরিমাণ ৩০২.৬ (নমিনাল) বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৫.৯% বেশি। এছাড়াও ২০১৯ সালে পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ২য়, ধান উৎপাদনে ৪র্থ, সবজি উৎপাদনে ৪র্থ এবং চা উৎপাদনে ১০তম স্থান অর্জন করেছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৮.১৫% -এ পৌঁছেছে যা ২০১৮ সালে ছিল ৭.৭৮%। বাংলাদেশের এই প্রবৃদ্ধির হার স্বাধীনতার পর সর্বোচ্চ। পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত, মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও অগ্রগতিতে প্রধান অবদান রেখেছে সেবা, শিল্প ও কৃষি খাত যথাক্রমে ৫১.২৬%, ৩৫.১৮% এবং ১৩.৬০% যা বিগত অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৫২.১১%, ৩৩.৬৬% এবং ১৪.২৩%। বিবিএস-এর তথ্য অনুসারে, জিডিপির শতাংশ হিসাবে দেশে এখন মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৩১.৫৬ % (ব্যক্তি

খাত ২৩.৪% + সরকারি খাত ৮. ১৭%) যা বিগত অর্থবছরে ছিল ৩১.২৩ %। বছরটিতে মোট বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৮৮৮.৯৯ মিলিয়ন ডলার যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৫০.৭১% বেশি এবং বিশ্বের ০.২৯% যেখানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা বিশ্বের ২.১১%। বিআইএসআর মনে করে যে, বাংলাদেশে আরও অধিক পরিমান বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে যদি ব্যবসায়িক এবং বিনিয়োগের সুষ্ঠ পরিবেশ নিশ্চিত করা যায় ।

বছরটিতে মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিলো প্রায় ৪০.৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত বছরের তুলনায় ১০.৮১ শতাংশ বেশি এবং মোট আমদানির পরিমান ৫৫.৪৪ বিলিয়ন ডলার যা বিগত বছরের তুলনায় ১.৮% বেশি। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারের পাশাপাশি, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাথাপিছু আয়েরও উন্নতি হয়েছে। বিগত অর্থবছরে (২০১৮-১৯) মাথাপিছু আয় ছিল ১৭৫২ মার্কিন ডলার, যা ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৯ মার্কিন ডলার হয়েছে; মাথাপিছু আয়ের রেকর্ডে যা এ যাবত সর্বোচ্চ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর লেবার ফোর্স সার্ভের (মার্চ, ২০১৭) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট ৬২.১ মিলিয়ন শ্রম শক্তির মাঝে ২.৬ মিলিয়ন জনবল বেকার রয়েছে যা প্রায় ২.১৮%। তবে বিশ্বব্যাংকের ডিসেম্বর, ২০১৭ এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের বেকারত্বের হার প্রায় ২.১০%। যদিও গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বেকারত্ব বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান একটি সমস্যা, তথাপি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেকারত্ব কমানোর বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিকল্পনা নেই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ২০.৫ যা ২০১৭ ছিল ২৪.৩% এবং ২০২০ সালে এসে আরো ১-১.৫% কমতে পারে। বছর শেষে প্রায় ১০.৫% মানুষ চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে রয়েছে যা গত বছর ছিল প্রায় ১২.৯%(-২.৪%)। তবে দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রগতি হলেও সারা পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশে ধনী শ্রেণীর সংখ্যা দ্রুততম বৃদ্ধির ফলে আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের ১ম ১০% শীর্ষ ধনীদের কাছে ২৬.৯% আয় চলে যায়, আর শেষ ১০% মানুষের কাছে পৌঁছায় ৩.৮% আয়। অর্থাৎ শীর্ষ ১০% ধনী শেষ ১০% -এর তুলনায় প্রায় ৮ গুণ বেশী আয় করেন। যার ফলে মোট দেশজ উৎপাদন/আয় বৃদ্ধি পেলে তার সুফল সাধারণ মানুষের নিকট কম পৌঁছায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী সরকারের কর আরোপের ফলে চলতি অর্থ বছরে সঞ্চয়পত্রের প্রতি জনগণের আগ্রহ কমেছে। সঞ্চয়পত্রের উপর চাপ কমাতে এবং ঋণের অতিরিক্ত বোঝা থেকে বাঁচতে এটির উপরে কর আরোপ করেছে সরকার। গড় মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়ে বছরটিতে প্রায় ৫.৫ শতাংশ হয়েছে যা বিগত বছর ছিল ৫.৭৮ শতাংশ। অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি সহনশীল মাত্রায় থাকলেও পেঁয়াজসহ নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যের অতিরিক্ত দাম বৃদ্ধি ছিল বহুল আলোচিত। বিজিএমই-এর দেওয়া এক পরিসংখ্যানে বলা হয় যে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত গত ১০ মাসে আর্থিক সমস্যার কারণে ৬০টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এতে চাকরি হারিয়েছেন ২৯ হাজার ৫৯৪ জন শ্রমিক। পোশাক শিল্পের পর চামড়া এবং পাট বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় শিল্পের মধ্যে অন্যতম। এ বছর শিল্পদ্বয়ের তেমন কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি বরং রাষ্ট্রয়াত্ত্ব ২২ টি পাটকলের শ্রমিকেরা প্রায় সারা বছরই আন্দোলনের মধ্যে ছিলেন এবং পবিত্র ঈদুল আজহার পূর্বে চামড়ার দাম ঠিক করা হলেও বেশির ভাগ চামড়া নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে সাধারণ মানুষ।

চলতি অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবে বরাবরের মত বাজেট ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বাজেটের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৫,২৩, ১৯০ কোটি টাকা যা বিগত অর্থবছরের (২০১৮-১৯) তুলনায় ১২.৬% বেশি এবং মোট জিডিপির ১৭.৬৯ শতাংশ। উন্নয়ন বাজেট ২,০২,৭২১ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৩৮.৭৫ শতাংশ এবং ঘাটতি বাজেট ১,৪৫,৩৮০ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ২৭.৭৮ শতাংশ। এই অর্থ বছরেও বাজেট প্রস্তুতির পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি যদিও বিআইএসআর দীর্ঘদিন ধরে চাহিদা ভিত্তিক বাজেট তৈরীর বিষয়ে প্রস্তাব দিয়ে আসছে। চাহিদা ভিত্তিক বাজেট তৈরী না হওয়ার ফলে অর্থ অপচয়ের বা অব্যবহৃত থাকার সুযোগ থেকে যাচ্ছে যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর সাধারণ মানুষ তা নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করে।

সাম্প্রতিক সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সর্বশেষ তথ্য (নভেম্বর, ২০১৯) অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২.১৬%। মোট বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ৩১,৭২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১৮ সালে ছিল ৩১,০৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সাম্প্রতিক সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সর্বশেষ তথ্য (নভেম্বর, ২০১৯) অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২.১৬%। মোট বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ৩১,৭২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১৮ সালে ছিল ৩১,০৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রেমিট্যান্সকে বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এর সর্বশেষ তথ্য (নভেম্বর, ২০১৯) অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০১৯ সালে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ১৬.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা এ যাবত সর্বোচ্চ এবং ২০১৮ সালের তুলনায় প্রায় ১৪.৬৮% বেশি। বিএমইটি ২০১৯ অনুসারে, মোট ৬০৪০৬০ জন শ্রমিক (নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৯৭৪৩০ যা গতবছর ছিল ১০১৬৯৫) বাংলাদেশ থেকে বিদেশে গিয়েছে কর্মসংস্থানের জন্য যা বিগত বছরের তুলনায় ১৭.৭২% কম।

বাংলাদেশ এখন আট মাস পণ্য আমদানি করার সক্ষমতা অর্জন করেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় (সর্বনিম্ন তিন মাসের আমদানির সক্ষমতা) অনেক বেশি। এখন প্রয়োজন আয় বৃদ্ধিতে বৈদেশিক রিজার্ভ-এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। ২০১৯ সালে, শেয়ার বাজারের বন্টন চিপ ইনডেক্সের সূচক অনুযায়ী, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ২০১৩ সালের পর থেকে সর্বনিম্ন সূচক অর্জন করেছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল কম্পেটিটিভনেস ইনডেক্স (জিসিআই) ২০১৮ অনুসারে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, শ্রম বাজারের অবস্থার অবনতি, আইসিটি ব্যবহারের অভাব এবং অবকাঠামোগত অপর্যাপ্ত অগ্রগতির কারণে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়ে বিশ্বের ১৪১ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এবছরে কিছুটা অবনতি হয়ে ১০৫ দাঁড়িয়েছে যা বিগত বছরে ছিল ১০৩।

অর্থ পাচার এবং খেলাপী ঋণ বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। ২০১৮ সালে মোট খেলাপী ঋণের পরিমাণ ছিল ১৩১,৬৬৬ কোটি টাকা যা ২০১৯ সালের জুনে এর পরিমাণ দাড়ায় ২২০০০০ (৬৭.০৮%) কোটি টাকা। সরকারি প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও খেলাপি ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক খেলাপী ঋণের সঠিক পরিমাণ প্রকাশ করতে বললেও বেশিরভাগ ব্যাংক তা গোপন করার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ বছর রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলির খেলাপী ঋণের পরিমাণ সর্বাধিক ছিল, তবে কিছু বেসরকারি ব্যাংকেরও ২০১৯ সালে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খেলাপী ঋণ ছিল। অকার্যকর, ঋণ বৃদ্ধি ও পুঁজির অপর্যাপ্ততা এসব ব্যাংকগুলির স্বাভাবিক কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারকে জনগণের করের টাকা থেকে খরচ করতে হয়, যা দীর্ঘায়িত হলে করদাতারা নিরুৎসাহিত হতে পারেন। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি (জিএফআই) এর বার্ষিক প্রতিবদনে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে এবং বিগত দশ বছরে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা।

রাজনীতি

বছরের শুরুতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল ভোটে জিতে ১৪ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করা। এতে সকলকে বিস্মিত করে, সকল জোটের সদস্যদের বাদ দিয়ে এবং আওয়ামী লীগের পুরনো বেশিরভাগ সদস্যদের বাদ দিয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করা। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটি একটি নতুন দৃষ্টান্ত। এতে জোটের অধীন কিছু কিছু ছোট দলের বড় বড় নেতারা বাদ পড়েছেন এবং তারা কিছুটা ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন।

সারা বছর আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা উর্ধ্বমুখী বজায় থাকলেও বছরের শেষের দিকে এসে পিঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারা, লবন ও চালের ব্যাপক মজুদ থাকা সত্ত্বেও কৃত্রিম দাম বৃদ্ধির চেষ্টা, আরো কিছু পণ্যের দাম কৃত্রিমভাবে বাড়ানোর চেষ্টা, দলের নেতা–কর্মীদের ক্যাসিনো কেলেংকারী ধরা পড়া, ব্যাংকিং খাতে মন্দ ঋণের প্রবাহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া, মন্দ ঋণ আদায় করতে ব্যর্থ হওয়া, শাসক দলীয় কিছু কিছু রাঘব বোয়ালের এসব কারণে ধরা পড়া। এসব কিছু শাসক দলকে আরো প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছিল এবং জনপ্রিয়তায় বেশ কিছু হলেও ধ্বস নামে।

বিগত বছরটিতে নতুন কোনো বড় রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয় নি। তবে জাতীয় পার্টির মধ্যে অন্তকলহ সারা বছর লেগে ছিল। এ ছাড়া ছোট ছোট কিছু রাজনৈতিক দলে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল। তবে তাদের ভাঙ্গনের চেয়ে জোড়া লাগার প্রত্যাশা ছিল মানুষের কাছে বেশি। কিন্তু তারা তা পুরণে সাফল্যের তেমন কোনো নজির দেখাতে পারেননি। প্রধান দুতিনটি রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতার কথা তারা নিয়মিত বললেও জনগণকে তাদের নিজেদের দিকে টানতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই রাজনীতির মাঠে নতুন কোনো মেরুকরণ দেখা যায় নি।

প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয়তা বাড়েনি বরং কিছুটা কমেছে বলে বলা যায়। সারা বছর আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা উর্ধ্বমূখী থাকলেও বছরের শেষের দিকে এসে পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারা, লবন ও চালের ব্যাপক মজুদ থাকা সত্ত্বেও কৃত্রিম দাম বৃদ্ধির চেষ্টা, আরো কিছু পণ্যের দাম কৃত্রিমভাবে বাড়ানোর চেষ্টা, দলের নেতা-কর্মীদের ক্যাসিনো কেলেংকারী ধরা পড়া, ব্যাংকিং খাতে মন্দ ঋণের প্রবাহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া, মন্দ ঋণ আদায় করতে ব্যর্থ হওয়া, শাসক দলীয় কিছু কিছু রাঘব বোয়ালের এসব কারণে ধরা পড়া। এসবকিছু শাসক দলকে আরো প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছিল এবং জনপ্রিয়তায় বেশ কিছু হলেও ধ্বস নামে। দুর্নীতির বিষয়ে শক্তিশালী কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে না ওঠার কারণে ক্ষমতার সাথে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণী এবং পেশার মানুষকে আইনের আওতায় না আনতে পারায় জনগণের মধ্যে ক্ষোভ অব্যাহত থাকে। মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে কিছুটা প্রশংসা পেলেও এসব কারণে তার অনেকটা ম্লান হয়ে যায়। দলের শুদ্ধি অভিযান সকলের প্রশংসা পেলেও তা কতটা কার্যকর হবে এ বিষয়ে সকলের মধ্যে সন্দেহ রয়েই যায়।

এ সব নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সমালোচনা দেখা দিলে এক সময় সরকার রাজনৈতিক সংকটে পড়বে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু কোনো ঝড় সৃষ্টি হওয়ার আগে মেঘ কেটে যায়। সর্বশেষ বছরের শেষে এসে রাজাকারের তালিকা নিয়ে হযবরল অবস্থা সৃষ্টি শাসক দলের মধ্যেই ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করে।

এ অবস্থাকে বিরোধী দলগুলো (সবাক, নির্বাক ও মৃদুভাষী কিংবা সংসদের ও মাঠের) কেউ কাজে লাগাতে পারেনি, বলা চলে তারা শুধু ওরার্মআপ করার চেষ্টা করতে দেখা গেছে। তারা আলোচনা করতে করতে কাটিয়ে দেয়, আন্দেলনে যেতে পারেনি। তারা কোনো বিকল্প রাজনীতি হাজির করতে পারেনি। শাসক দলের চাপের রাজনীতির বিপক্ষে কোনো সৃজনশীল রাজনীতি উপহার দিতে পারেনি যা শাসক গোষ্ঠীকে বেকায়দায় ফেলতে পারে। তারা নিজেরা নিজেদের অবিশ্বাস ও সংকট নিয়ে বেশি বেকায়দায় দিন কাটিয়েছে।

সংসদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে যুক্তফ্রন্ট বহু নাটকীয়তা সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের নির্বাচিত সদস্যরা যোগদান করেছেন। তবে বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সংসদে যাননি এবং তার কোনো সর্বজন গ্রহণযোগ্য ব্যাখাও দেননি। বেগম জিয়া রোগের সাথে এবং আদালতের সাথে সমান তালে লড়ে গেছেন। দলের নেতারা দেশের চেয়ে তার মুক্তি নিয়ে বেশি লড়েছেন। তবে সাধারণ মানুষ তার মুক্তির ব্যাপারে তেমন সাড়া দেননি। ক্ষুদ্র দলের বৃহৎ নেতারা সারা বছর আলোচনায় থাকলেও রাজনীতিতে তেমন কোনো অর্জন দেখাতে পারেনি। তাদের একজন বামপন্থী গুরুত্বপূর্ণ নেতা বলেছেন যে, বিরোধী রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বড় শুন্যতা থাকলেও তারা তা পুরণ করতে পারেননি। কারণ হয় জনগণ তাদেরকে বুঝতে পারছেন না আর না হয় তারা জনগণকে বুঝতে পারছেন না।

সাবেক সেনাশাসক এরশাদ; প্রবীণ ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ; বাগ্মী সাংসদ জাসদ নেতা মাইনুদ্দিন খান বাদলসহ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতার মৃত্যু ছিল উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও আরো অনেক নেতার মৃত্যু হয়েছে। বছরটিতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা হত্যার শিকার হননি। দেশে উল্লেখযোগ্য কোনো গুরুতর রাজনৈতিক সংঘাত ঘটেনি। তবে ভোলায় ফেসবুকের একটি একাউন্ট হ্যাক করে ভুয়া পোষ্ট দিয়ে একটি সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় যাতে কিছু প্রাণহানি ঘটে।

বছরটিতে সংবিধানের কোনো সংশোধনী আনা হয়নি। শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে কোনো টানাপোড়ন ছিলনা। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে পারে, তেমন কোনো আইনও প্রণয়ন করা হয়নি। সড়ক আইন চালু করলেও দেশের সড়ক পরিবহণ শ্রমিকদের চাপের কারণে তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পারেনি বা সে বিষয়ে ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করা হয়। বিরোধী শিবিরের একটি অংশ আগাম বা মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবী জানালেও তা তেমন কোনো শক্তিশালী দাবী হিসাবে রূপ পায়নি। বছরটিতে কোনো বড় ধরনের হরতাল বা অবরোধ ছিলনা। তবে সারা বছরই কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করেছিল।

অপরাধ

বিগত বছর অপরাধের চিত্র ছিল গতানুগতিক-এর চেয়ে একটু আলাদা। পূর্বের বছরগুলোতে যে সংখ্যায় রাজনৈতিক সংঘাত, সন্ত্রাসবাদ এবং মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল গত বছরে তা সেই মাত্রায় লক্ষ করা যায়নি। এর বিপরীতে সারা বছরই আলোচনায় ছিল ধর্ষণ, খুন ও রোহিঙ্গা সংশ্লিষ্ট অপরাধগুলো। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে গত বছর অপরাধের ধরন ও কৌশলে ছিল ভিন্নতা। এ ছাড়া বিগত বছরে বিচার ব্যবস্থায় কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়, যেমন বেশ কিছু মামলার দ্রুত রায় প্রদান যা আদালতের প্রতি জনগণের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ফিরিয়ে আনে।

বিভিন্ন কারণে বিগত বছরের আলোচিত অপরাধ ছিল খুন। তবে সংখ্যার দিক থেকে না হলেও কিছু চাঞ্চল্যকর হত্যার কারণে তা ছিল বেশ আলোচিত। আইন-শৃংখলা বাহিনীর পরিসংখ্যানে গত বছর অপরাধের হার কমলেও বেড়েছিল নৃশংস হত্যা। শুধু আগস্ট মাসেই সারা দেশে গলা কেটে খুনের ঘটনা ঘটেছিল শতাধিক। বছরের সবচেয়ে আলোচিত হত্যাকান্ডটি ছিল ফেনীর সোনাগাজীর নুসরাত জাহান রাফি হত্যা। নুসরাত তার মাদ্রাসার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শালীনতা হানির অভিযোগ করলে ব্যক্তিগত ক্ষোভের থেকে ৬ এপ্রিল নুসরাতকে কৌশলে মাদ্রাসার ছাদে নিয়ে গিয়ে তার শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় এবং ১০ এপ্রিল হাসপাতালে সে মারা যায়। নুসরাত হত্যার পর সারা দেশেই আগুনে পুড়িয়ে মারার ঘটনাও বেড়েছিল যাকে অপরাধবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ক্রাইম ওয়েভ (Crime Wave)। দ্বিতীয় চাঞ্চল্যকর নৃশংস হত্যার ঘটনাটি ছিল বুয়েট ছাত্র আবরার হত্যা। ৭ই অক্টোবর আবরার ফাহাত নিহত হয়েছিল তারই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নির্যাতনে। নির্যাতনের ঘটনাটি সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই হত্যার প্রতিবাদ করা হয়েছিল। সর্বোপরি সারাবছর জুড়েই ছিল হিংসা ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বজনিত হত্যা ও খুনের ঘটনা। আরেকটি হল গত বছর সামাজিক অপরাধ বেড়েছিল এবং সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে খুন-এর চেয়ে হিংসা ও ব্যক্তিগত কারণে হত্যা হয়েছিল বেশি। টাঙ্গাইলে প্রতিবেশিকে ফাঁসাতে নিজের সন্তানকে খুনের ঘটনাও ঘটেছিল।

বিগত বছরে সবচেয়ে আলোচিত অপরাধ ছিল ধর্ষণ। সমগ্র বছর জুড়েই বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্ষণের সংবাদ প্রচারিত হয়। বিভিন্ন সংস্থার তথ্য মতে অতীতের থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় ধর্ষণ হয়েছিল ২০১৯ সালে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ-এর তথ্য অনুসারে যেখানে ২০১৮ সালে মোট ৬৯৭ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল সেখানে গত বছরের ১ম ছয় মাসেই মোট ৭৩১ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ১১৩টি গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল এবং ২৬ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। গত বছর শিশু ধর্ষণও বেড়েছিল। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য অনুযায়ী বছরের অর্ধেকের আগেই ধর্ষণের শিকার হয় ৪৯৬ জন শিশু যা ২০১৮ সালের একই সময়ে ঘটা শিশু ধর্ষণের থেকে ৪১ শতাংশ বেশি।

বিগত বছর বাংলাদেশ ধর্ষণের পাশাপাশি পৌরানিক গল্পের হারকিউলিস চরিত্রকেও প্রথম প্রত্যক্ষ করে। বছরের শুরুতেই হাজির হয় এই চরিত্র, যে নিজ হাতে তুলে নেয় ধর্ষকদের শাস্তি দেয়ার কাজ। ২৬ জানুয়ারি ঝালকাঠি জেলায় এক লাশ পাওয়া যায় যার গলায় ছিল হারকিউলিস-এর

চিঠি। চিঠিতে লিখাছিল "আমি সজল। আমি একজন ধর্ষক আর এটি আমার শাস্তি"। একই রকম আরো লাশ পাওয়া যায় দেশের বিভিন্ন জেলায়। হারকিউলিস-এর কাজের পক্ষে-বিপক্ষে দুই ধরনের মন্তব্য ছিলো গণমাধ্যমগুলোতে।

বিগত বছরে সবচেয়ে আলোচিত অপরাধ ছিল ধর্ষণ। সমগ্র বছর জুড়েই বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্ষণের সংবাদ প্রচারিত হয়। বিভিন্ন সংস্থার তথ্য মতে অতীতের থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় ধর্ষণ হয়েছিল ২০১৯ সালে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ-এর তথ্য অনুসারে যেখানে ২০১৮ সালে মোট ৬৯৭ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল সেখানে গত বছরের ১ম ছয় মাসেই মোট ৭৩১ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ১১৩টি গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল এবং ২৬ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। গত বছর শিশু ধর্ষণও বেড়েছিল। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য অনুযায়ী বছরের অর্ধেকের আগেই ধর্ষণের শিকার হয় ৪৯৬ জন শিশু যা ২০১৮ সালের একই সময়ে ঘটা শিশু ধর্ষণের থেকে ৪১ শতাংশ বেশি।

২০১৭ সালে বিশাল সংখ্যক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ২০১৮ সাল থেকেই রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। ২০১৯ সালেও একই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। গত বছরে বাংলাদেশে শরণার্থী হিসাবে আসা কিছু রোহিঙ্গা ডাকাতি, মাদকপাচার, অপহরণ, চাঁদাবাজি, হত্যা ইত্যাদির মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়েছিল। কিছু সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রও গড়ে তুলেছিল। কক্সবাজার জেলা পুলিশের হিসেব অনুযায়ী গত দুবছরে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ৪৭১টি যার মধ্যে মাদক সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ২০০, আর এসব মামলায় আসামীর সংখ্যা ১৮৮৮ জন। ২০১৯ সালে সারা বছর জুড়েই বন্দুকযুদ্ধে মারা গিয়েছিল ৩৫ জন রোহিঙ্গা আর নিজেদের অন্তকলহে মারা যায় আরো ৪৩ রোহিঙ্গা।

বিগত বছরটিতে আদালত বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর মামলার রায় দেয়। এর মধ্যে হলি আর্টিজেন হামলা ও নুসরাত হত্যা মামলার রায় উল্লেখযোগ্য। মামলার সাত মাসেরও কম সময়ের মধ্যে মাত্র ৬১ কার্যদিবস শুনানির পর ২৪ অক্টোবর নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলার রায় দেয়া হয়। একই ঘটনায় সাইবার ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত আরেক মামলায় সোনাগাজী থানার তৎকালীন ওসি মোয়াজ্জেম হোসেনের ৮ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়। ২৭ নভেম্বর দেয়া হয় তিন বছর আগে ঘটে যাওয়া হলি আর্টিজন হামলার রায়। এ দুটি রায় বিচার ব্যবস্থার ভাবমুর্তি জনগণের কাছে কিছুটা উন্নত করেছে বলে ধারণা করা যায়। বছরটিতে বিচারের কাজ ত্বরান্বিত করার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। দেশে মামলা জট নিরসনের চমৎকার মডেল থাকার পরও এ বিষয়ে তেমন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা জানা যায়নি।

বছরটিতে আর্থিক দুনীতির বেশ কিছু ঘটনার উল্লেখ ছিল। তম্মধ্যে বালিশ কেলেংকারী, পর্দা কেলেংকারী এবং বই কেলেংকারী বেশ আলোচিত ছিল। এ ছাড়া আরেকটি সাম্প্রতিক প্রবণতা ছিল সরকারী কর্মকর্তাদের সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করার চেষ্টা। বছরটিতে বহুবার এ ধরনের খরব প্রকাশিত হয়।

কৃষক ও শ্রমিক

কৃষিশুমারী ২০১৯ অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে মোট খানার সংখ্যা ৩.৫ কোটির অধিক যার মধ্যে পল্লি এলাকায় ২.৯ কোটি এর অধিক এবং শহর এলাকায় ৫৯ লাখ। মোট খানার মধ্যে কৃষি খানার পরিমাণ ৪৬.৬১% যার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। মোট খানার মধ্যে ১১.৩৩% খানার নিজস্ব কোন জমি নেই। তবে ২০১৯ সালে এই হার পূর্বেও তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। গত বছরে দেশের মোট জিডিপির ১৩.৩১% কৃষিখাত থেকে এসেছে।

২০১৯ সালের শুরুতে কৃষিক্ষেত্রে আলোচিত ইস্যুগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল কৃষি শ্রমিকের মজুরী ও ধানের দামের নিম্নগতি। ধান কাটা নিয়ে কৃষকেরা বিপাকে পড়েছিল। আর তাছাড়া ধানের দাম এতো কম ছিল যে শ্রমিকের মজুরী দেওয়া কৃষকদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল। শ্রমিকের সংকটকে কেন্দ্র করে দেশের কিছু এলাকার কৃষকেরা বিভিন্ন উপায়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন পেশাজীবী (ছাত্র, রাজনীতিবিদ, সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী ইত্যাদি) কৃষকদের সহায়তা করতে ধান কাটতে নেমেছিল যা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিল।

২০১৯ সালের শুরুতে কৃষিক্ষেত্রে আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল কৃষি শ্রমিকের মজুরী ও ধানের দামের নিম্নগতি। ধান কাটা নিয়ে কৃষকেরা বিপাকে পড়েছিল। আর তাছাড়া ধানের দাম এতো কম ছিল যে শ্রমিকের মজুরী দেওয়া কৃষকদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল। শ্রমিকের সংকটকে কেন্দ্র করে দেশের কিছু এলাকার কৃষকেরা বিভিন্ন উপায়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন পেশাজীবী (ছাত্র, রাজনীতিবিদ, সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী ইত্যাদি) কৃষকদের সহায়তা করতে ধান কাটতে নেমেছিল যা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিল। চাহিদা অনুযায়ী ধানের মূল্য না পাওয়ায় কৃষকদের ভেতর চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। বিশেষত বর্গাচাষীদের মধ্যে যাদের নিজের জমি নেই তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। তাছাড়া উৎপাদনের তুলনায় খুব স্বল্প পরিমাণ ধান সরকার সরাসরি কৃষকের নিকট থেকে কিনতে পেরেছে। তবে সরকার আমন মৌসুমের শুরুতে সরাসরি

কৃষকের কাছ থেকে ২৬ টাকা কেজি দরে ৬ লাখ টন ধান কেনার ঘোষণা দেয়। যদিও একজন কৃষকের কাছ থেকে দুই টনের বেশি ধান নেয়া হবেনা বলেও ঘোষণা দেওয়া হয়।এ ছাড়া আরো কিছু ভোগ্যপণ্য যেমন পেঁয়াজ, সবজী, চালের মূল্যবৃদ্ধি আলোচনায় ছিল। পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির পর লবনের দাম নিয়ে জনসাধারণের ভেতর হুজুগ দেখা যায়। লবনের সংকটের হুজুগে মানুষ হুমড়ি খেয়ে লবন কিনতে নেমে পড়ে। লবনের দাম কয়েক গুন বেড়ে গিয়েছিল মাত্র কয়েক ঘন্টায়।

দুধের পর্যাপ্ত দাম না পাওয়া, গো-খাদ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, পশু চিকিৎসকের সংকট ও ওষুধের দাম ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়াসহ নানা সমস্যার বিষয় সামনে নিয়ে আসে দুগ্ধ খামারিরা। দুধের পর্যাপ্ত দাম না পাওয়া নিয়ে খামারীদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল এবং কিছু কিছু এলাকায় রাস্তায় দুধ ঢেলে প্রতিবাদ জানায়। এছাড়া বছরের শেষের দিকে নতুন এক রোগের কারণে সারাদেশে বেশ কিছু গরু মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে যা খামারিদের লোকসান ঘটিয়েছে। এই রোগে আক্রান্ত হলে প্রথমে গরুর শরীরের বিভিন্ন স্থান ফুলে গুটি হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে গরুর শরীরের তাপমাত্রা (জ্বর) বেড়ে যায়। এতে আক্রান্ত গরুগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়ে। দু-তিন দিনের মধ্যে গুটিগুলো ফেটে রস ঝরে। একপর্যায়ে ক্ষতগুলো পচে গরুর শরীর থেকে মাংস খসে পড়ে। এ সময় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে। এই ভাইরাসটিকে লাম্পি স্কিন ডিজিজ (এলএসডি) নামে উল্লেখ করা হয়।

২০১৯ সালে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি কমেছে। বন্ধ হয়ে গেছে ছোট আকারের কিছু কারখানা, কাজ হারিয়েছে অনেক শ্রমিক। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া, চাহিদা কমা এবং পোশাকের দাম না বাড়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। বিজিএমইএর হিসাব অনুযায়ী, ২০১৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত কারখানা বন্ধ হয়েছে ৬১টি এবং চাকরি হারিয়েছেন ৩১,৬০০ জন শ্রমিক। তাছাড়া বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ-মিছিলের ঘটনা ঘটিয়েছে বেশ কয়েকবার। আবার প্রযুক্তি ও দক্ষতায় ঘাটতি, বেতন বাড়ায় পুরুষদের আগ্রহ বৃদ্ধির কারণে তৈরি পোশাক খাতে (গার্মেন্টস) নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ হ্রাস পেয়েছে। পাটকলের শ্রমিকদের ভিতর অস্থিতিশীল অবস্থা তৈরি হয়েছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত ২২ পাটকলের শ্রমিকরা প্রায় সারাবছর আন্দোলনের মধ্যে ছিল। ১০ ডিসেম্বর খুলনার পাটকলের সামনে অনশন কর্মসূচির সময় দুজন শ্রমিকের মৃত্যু আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

বিবিএসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৯ সালে ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৬২৯১ টি যা ২০১৩ সালে ছিল ৪২৭৯২ টি। তবে এই সময়কালে বড় আকারের ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ২০১২ সালের তুলনায় বড় আকারের কারখানার সংখ্যা ১৬.৭০% কমে ৩৬৩৯ টি থেকে ৩০৩১ টি হয়েছে। অপরদিকে ক্ষুদ্র শিল্পের পরিমান একই সময়ে ৫০.৩৭% বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৬৬৬ টি থেকে ২৩৫৫৭টি হয়েছে। একইসাথে মাঝারী আকারের শিল্পের হারও ৫০.৬১% হ্রাস পেয়ে ৬১০৩ টি থেকে ৩০১৪ টিতে দাঁড়িয়েছে।

শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৮ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৬১.৩ মিলিয়ন যেখানে নারী ৮১.৩ মিলিয়ন এবং পুরুষ ৮১.৪ মিলিয়ন। মোট জনসংখ্যার ৬৭.৬% (১০৯.১ মিলিয়ন) কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। তবে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মাত্র ৫৮.২% শ্রমবাজারে নিয়োজিত আছে যার ৮০.৫% পুরুষ এবং ৩৬.৩% নারী। আর শ্রম বাজারের বাইরে রয়েছে ৪১.৮%। আবার ২৯.৮% লোক রয়েছে যারা শিক্ষা, কর্ম কিংবা প্রশিক্ষণ কোন কিছুতেই নেই। মোট কর্মখাতের ৮৫.১% অনানুষ্ঠানিকখাত আর মাত্র ১৪.৯% আনুষ্ঠানিক।পেশাগতভাবে কৃষিখাতে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে সর্বোচ্চ ৩২.৪% নিয়োজিত রয়েছে আবার খাতভিত্তিকভাবেও সর্বোচ্চ ৪০.৬% লোকবল কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। তবে কর্মসংস্থানে আছে এমন লোকবলের এক তৃতীয়াংশের (৩১.৯%) কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই।

বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ৪.২ শতাংশ যার পরিমান ২.৭ মিলিয়ন। আগের অর্থবছরেও বেকারত্বের হার একই ছিল। বেকারত্বের হার অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও প্রতিবছরে মোট বেকারের সংখ্যা বাড়ছে প্রায় ১ লাখ। পুরুষের বেকারত্ব ৩.১ শতাংশ অন্যদিকে নারীর বেকারত্ব ৬.৭ শতাংশ। তবে বিশ্বব্যাংকের তথ্য মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ১৪.২ শতাংশ এবং প্রতিবছর ১৩ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। এর মধ্যে স্থায়ীভাবে কর্মে প্রবেশ করতে পারছে মাত্র পাঁচ লাখের কিছু বেশি। কারিগরি শিক্ষার হার মাত্র ১৪ শতাংশ যেটাকে বাংলাদেশ সরকার ২০২০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের বিভিন্ন খাতে নারীর উপস্থিতি বাড়ছে। শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ হার দাঁড়িয়েছে ৩৬.৩ শতাংশ যা দক্ষিণএশিয়ার গড়ের (৩৫ শতাংশ) চেয়ে বেশি। বর্তমানে সরকারী চাকুরিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীর ২৭% নারী। গতবছরে বাংলাদেশের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীদের পদায়ন লক্ষ্য করা গেছে।

জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সংস্থার তথ্য অনুযায়ী দেশে উদ্যোক্তাদের মাত্র ১০ শতাংশ নারী। সম্প্রতি অনলাইন ব্যবসায় নারীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। যার অন্যতম কারণ এখাতে বিনিয়োগের হার তুলনামুলক অনেক কম এবং ঘরে বসে পরিচালনা করা যায়।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণব্যুরো-র সর্বশেষ (নভেম্বর ২০১৯) তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালের অভিবাসীর সংখ্যা ছিল ৬০৪০৬০ জন এবং মোট অর্জিত রেমিটেন্স ১৬৬৬৭.৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবতন

বিগত বছর বাংলাদেশে প্রথমবারের মত আইনগতভাবে নদ-নদীকে জীবন্ত সত্তা (living entity) হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নদ-নদীর বিপর্যয় ঠেকাতে এই পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ। বন্যপ্রাণীর আক্রমনে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপুরণের বিধানও প্রণিত হয়েছেএই বছর। এই বছর বাংলাদেশে ইলিশের উৎপাদন অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীতে মিঠা পানির মাছ উৎপাদনকারী শীর্ষ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম থেকে উপরে উঠে তৃতীয় স্থানে ওঠে এসেছে।এছাড়া এই বছর বন বিভাগের দপ্তর থেকে জলজ বাস্তুব্যবস্থায় অন্যতম সূচক প্রজাতি (idicator species) ডলফিনের (গংগীয় এবং ইরাবতি) এটলাস প্রকাশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে জলজ বাস্তুব্যবস্থার মূল্যায়নে এই এটলাস বেশ কাজে লাগবে।

পরিবেশ সংরক্ষণের চিন্তায় গত কয়েক বছরে বেশ কিছু অঞ্চলকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ECA) বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। পরিবেশ অধিদপ্তরও এসব অঞ্চলগুলো নিয়ে নানারকম কার্যক্রম নিয়ে থাকে। এই বছর এই রকম বেশ কিছু স্থানকে ঘিরে উন্নয়ন কর্মকান্ড, ঢাকা ও কক্সবাজারসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ছিল। এছাড়া সংকটাপন্ন এলাকায় ইজারা দেয়ার বিষয়ে আদালতের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা এসেছে। এর মধ্যে কক্সবাজার, সুন্দরবন এবং নদ-নদী নিয়ে আদালতের নির্দেশনা তাৎপর্যপূর্ণ। অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন এবং দূষণের ফলে দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনে পরিবেশ বিপর্যয় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেন্টমার্টিনে প্রবাল, কাকড়া এবং মাছের প্রজাতি ক্ষতির মুখে পড়েছে। এ নিয়ে ২০১৮ সালে একটি আন্তঃমন্ত্রনালয় কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটি রাতে সেখানে পর্যটকের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা, অনলাইন নিবন্ধনের মাধ্যমে পর্যটকের সংখ্যা সীমিত করা এবং দ্বীপে চলাচলকারী জাহাজের সংখ্যা কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এই প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নে অগ্রগতি তেমন হয়নি। আরেক সংকটাপন্ন এলাকা কক্সবাজার এবং তার আশপাশের অঞ্চলে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সমাগমের পরিবেশ নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এছাড়া সুন্দরবনও নানাভাবে আলোচনায় ছিল ২০১৯ সাল জুড়ে। এই বছরের নভেম্বরে শক্তিশালী ঘুর্ণিঝড়ের মুখে সুন্দরবন বাংলাদেশকে রক্ষা করেছে। উচ্চ আদালত মতামত দিয়েছেন যে, আমাজন যেমন পৃথিবীর ফুসফুস সুন্দরবন তেমনি বাংলাদেশের ফুসফুস। ফলে সুন্দরবনকে রক্ষা করার দায়িত্ব সবার এই মর্মে মতামত দিয়েছেন হাইকোর্ট। কিন্তু এই বছরই আইইউসিএন ইউনেসকোকে যেই তিনটি অঞ্চলকে সংকটাপন্ন বিশ্ব ঐতিহ্যের অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা দেয়ার পরামর্শ দিয়েছে তার মধ্যে একটি হল সুন্দরবন।

বাংলাদেশে পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ এই বছর সামনে এসেছে। কার্যত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশের সংকট একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ সমুদ্র অর্থনীতি (blue economy) নিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আলোচনায় বাড়তি মনযোগ। এই ক্ষেত্রে সরকারের আগ্রহ প্রকাশ পায়। অন্যদিকে সাগরের সম্পদ অন্বেষণ এবং উত্তোলনের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি টেকসই উত্তোলনের (sustainable yield) পদ্ধতি নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এরকম আরেকটি চ্যালেঞ্জ হল নগরায়ন। গ্রাম থেকে শহরমুখি মানুষের প্রিয় গন্তব্য হিসাবে ঢাকায় আসা অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে বাসযোগ্যতার বিচারে ঢাকার অবস্থান ২০১৯ সালেও লক্ষনীয় নিচের দিকে। তবে এর মধ্যেই ঢাকাসহ বেশ কিছু শহরে বায়ুদূষণ নিয়ে নতুন উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। বছরের শেষের দিকে ঢাকাকে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বায়ু দুষিত শহর বলে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯৯ সালে সীসা দূষণ রোধে গৃহীত ব্যবস্থা কার্যকর হবার সুবাদে ঢাকার বায়ুমানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক দূষণ আগের সাফল্যকে ম্লান করে দিয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে এই অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটেছে। ঢাকার বায়ুমান উন্নয়নে নানা উদ্যোগের কথা শোনা গেলেও দেশের অন্যান্য প্রধান প্রধান শহরে এই নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীর কথা জানা যায় না। তবে ধুলা নিঃসরণ কমানোর ক্ষেত্রে রাজশাহী শহর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

গ্রাম থেকে শহরমুখি মানুষের প্রিয় গন্তব্য হিসাবে ঢাকায় আসা অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে বাসযোগ্যতার বিচারে ঢাকার অবস্থানে ২০১৯ সালেও লক্ষনীয় নিচের দিকে। তবে এর মধ্যেই ঢাকাসহ বেশ কিছু শহরে বায়ুদূষণ নিয়ে নতুন উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। বছরের শেষের দিকে ঢাকাকে বিশ্বের সবচেয়ে বায়ু দুষিত শহর বলে চিহ্নিত করা হয়।

এছাড়া ঢাকায় এডিস মশা বাহিত ডেঙ্গু রোগের সংক্রমন আগের চাইতে বেড়েছে। বিগত বছর এই রোগ ঢাকার বাইরেও সংক্রামিত হয়েছে। এটাও এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ২০০২ সালে বাংলাদেশ পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল সম্প্রতি পুনরায় পলিথিনের প্রচলন সেই প্রাপ্তিকে অনেকটা ম্লান করে দিয়েছে। তবে পাট থেকে পচনশীল পলিমার ব্যাগ তৈরির প্রযুক্তি আবিষ্কারের পর এর সফল বানিজ্যিক উৎপাদনে কিছু কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। এই কার্যক্রম সফল হলে তা পলিথিন নিয়ে দুশ্চিন্তা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসাবে বাংলাদেশ বিশ্বনন্দিত হবে।

২০১৯ সালে বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গের কাজ দেশে বাংলাদেশের পরিবেশ কর্মীরা বিশেষ করে শিশু কিশোররাও রাস্তায় নেমেছিল। তবে সম্প্রতি মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনের (COP25) তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। এই

সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে অনেকে অংশ নিয়েছিলেন কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই সম্মেলনে উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি আদায় করা যায় নি। এছাড়া আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল (GCF) যথাযথ ব্যবহারে বাংলাদেশকে আরো তৎপর হওয়ার কথা অনেকে বলেছেন। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের ভেতরে কার্বন নিঃসরণ সীমিত রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দরকষাকষিতে সহায়ক হবে।

এই বছরই প্রথম বন্যপ্রাণী এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরষ্কার বিধিমালা ২০১৯ এর অধীনে চার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মানজনক পুরষ্কার দেয়া হয়। এছাড়াও ২০১৯ সালে জলবায়ু নীতিতে অবদানের ক্ষেত্রে বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় স্থান পান বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ডঃ সালীমূল হক।